দৈনিক সংবাদ

127

তারিখ 0.6.JUL 1986 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ৬ ... ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন স্কেল প্রসঙ্গ

১৯৮০ সালে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে সরকার শিক্ষক ফেডারেশনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নামমাত্র একটি জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এই বেতন স্কেল ফেডারেশনের নেতৃবর্গের সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছিল। জানি না, এই স্কেল প্রণয়নকালে কর্তৃপক্ষ ও নেতৃবর্গ নীচের সারিতে তাকিয়েছিলেন কি-না। হয়তো বা যদি তখন মনে থাকত তবে নিশ্চয়ই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রণীত হত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নামমাত্র বেতন ভোগী এ সকল গরীব কর্মচারীর জন্য এখন পর্যন্ত কোন বেতন স্কেল ঘোষিত হয়নি।

আবার শিক্ষকগণের জন্য যে বেতন স্কেল প্রণয়ন করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন, অমর্যাদাশীল, বিভেদ সৃষ্টিকারী ও নৈরাশ্যজনক। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই স্কেলটি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছিল বিশেষ এক শ্রেণীর শিক্ষকের স্বার্থেই। যেমন একজন প্রধান শিক্ষকের বেলায়ই লক্ষ্য করা যাক :-- ১৫ বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষণহীন মাষ্টার ডিগ্রী প্রধান শিক্ষক পাবেন ২৪০০।- (সংশোধিত) টাকার বেতন স্কেল এবং ১৫ বছরের অধিক যে কোন সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 'প্রশিক্ষণহীন স্নাতক' প্রধান শিক্ষক পাবেন ১৩৫০।- টাকার বেতন স্কেল। আবার প্রশিক্ষণহীন মাষ্টার ডিগ্রী ও প্রশিক্ষণ বিহীন স্নাতক পাস সহকারী শিক্ষকগণ সমমানের বিবেচনা করে উভয়কেই ১০০০।-(সংশোধিত) টাকার বেতন স্কেল ধার্য করা হয়েছে। তা'হলে স্নাতক ও মাষ্টার ডিগ্রীর পার্থক্য কি কেবল প্রধান শিক্ষকের বেলায়ই প্রযোজ্য ?

উল্লেখযোগ্য যে, ১২ বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণহীন স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণ একজন নব-নিযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক সহকারী শিক্ষকের সমান ১৩৫০।- টাকার স্কেল পেয়ে থাকেন। এখানে অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা হলেও ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেলায় অভিজ্ঞতার কোন বিবেচনা করা হয়নি। আবার ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব অভিজ্ঞ জুনিয়র শিক্ষক বা ফাজিল পাস (স্নাতক সমতুল্য) শিক্ষকদের কোন অভিজ্ঞতা বা পদোন্নতির উল্লেখ নেই। শিক্ষকদের জন্য এটি একটি বিভেদমূলক ও নৈরাশ্যজনক বেতন স্কেল।

লক্ষণীয় বিষয়, বেসরকারী মাদ্রাসা ও কলেজসমূহের সহ-অধ্যক্ষগণ ৮ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হলে তাঁদের নিজস্ব সর্বোচ্চ স্কেল পেয়ে থাকেন ; অথচ বেসরকারী স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষকগণ ৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও তাঁদের নিজস্ব সর্বোচ্চ ১৬৫০।- (সংশোধিত) টাকার স্কেল পান না। তাঁরা একজন সিনিয়র শিক্ষকের সমতুল্য ১৩৫০।- টাকার স্কেল পেয়ে থাকেন। মাধ্যমিক স্কুলে সহ-প্রধান শিক্ষক পদটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদ। শ্রেণীতে পাঠদান ছাড়াও সহ-প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় সংক্রান্ত বহুবিধ কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। কাজেই বেসরকারী কলেজ, মাদ্রাসার ন্যায় ৮ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহ-প্রধান শিক্ষকগণকে ১৩৫০।- টাকার স্কেলের পরিবর্তে ১৬৫০ সংশোধিত) টাকার বেতন স্কেল প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত বলে দাবী করি।

বেসরকারী শিক্ষকগণ নানাবিধ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে চিরবঞ্চিত। একথা অনস্বীকার্য, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি বর্তমান সরকার কিছুটা দৃষ্টিপাত করেছেন। তবে শিক্ষকগণের আর্থিক সচ্ছলতা দানের জন্য বৈষম্যমূলক বেতন স্কেলের সংশোধন করে শিক্ষক মনে পূর্ণ শান্তি না আনা পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নত হওয়া কল্পনামাত্র। কাজেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রণয়ন এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বেতন স্কেলের বৈষম্য দূর করে চিরবঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত ও সংসার জ্বালাময়ী শিক্ষকগণকে বাঁচার ন্যূনতম মানবিক অধিকার প্রদানে আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি এবং শিক্ষা বিভাগের নিকট আবেদন জানাই।

মোঃ আতাউর রহমান,
সহ-প্রধান শিক্ষক,
জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়
সুতিয়াখালী, ময়মনসিংহ।